ভোরের কাগজ

218

তারিখ ... ... SEP. 04 1999
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

স্কুলের জায়গায় হাটবাজার, বাস টার্মিনাল

বন্যা-বিধ্বস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য ভিটায় হাট বসেছে। কিছু সংখ্যক স্থায়ী দোকানপাটও সেখানে উঠে গেছে এরি মধ্যে। এই নিয়ে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু এই অভাবনীয় পরিস্থিতির কারণ সম্পর্কে কেউ মুখ খুলছে না। এমনকি খোদ হেডমাস্টার সাহেবও এ ব্যাপারে কোনো মতামত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন।

ওদিকে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ঘটেছে প্রায় একইরকম ঘটনা। ওখানকার কার্পাসডাঙ্গা বিদ্যালয়ের সীমানা-প্রাচীর ভেঙে বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে উল্লাপাড়ায় ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকরা যেমন নীরব ক্ষোভে দগ্ধ হচ্ছেন, দামুড়হুদার জনগণ অনুরূপ মৌনব্রত অবলম্বন করেনি। স্কুলের জায়গায় বাস টার্মিনাল নির্মাণের প্রতিবাদে তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে এবং এক পর্যায়ে নির্মীয়মান বাউন্ডারি-ওয়াল ভেঙে ফেলেছে। এই নিয়ে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে মহা উত্তেজনা। জেলা প্রশাসন নিয়োজিত ঠিকাদারের লোকজন দেয়াল ভাঙায় বাধাদানকারীদের কেবল বাধাই দেয়নি; সাধারণ ছাত্রীদের পর্যন্ত লাঞ্ছিত করেছে। ঘটনার এখানেই শেষ নয়; ক্ষুব্ধ ঠিকাদার স্কুলের দুজন শিক্ষকসহ হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত ঠুকে দিয়েছেন। সম্প্রতি ভোরের কাগজে প্রকাশিত এই খবর দুটি দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিককেই বিস্মিত ও ব্যথিত করবে!

শিক্ষাকে বিবেচনা করা হয় জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে। দেশের বর্তমান সরকার শিক্ষার বিকাশ ও মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শিক্ষা সংস্কারের দীর্ঘকালীন দাবিটি এখনো পূরণ হয়নি, এ কথা ঠিক। তবে বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু একই দিনের কাগজে 'সার্বিক শিক্ষা আন্দোলন এগিয়ে চলেছে' এবং 'স্কুলের জায়গায় বাস টার্মিনাল' নির্মাণের মতো দুটি পরস্পর-বিরোধী সংবাদ কি আশাবাদীকেও হতাশ করে না?

স্কুলের মাঠে বাজার বসানো বা সীমানা-প্রাচীর ভেঙে বাস টার্মিনাল গড়ে তোলার ঘটনা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলাই যে বৃদ্ধি করবে, তাতে আর সন্দেহ কি! এ অপপ্রয়াস সফল হলে, শিক্ষার মর্যাদাই শুধু ভূলুণ্ঠিত হবে না; জনমনে অসন্তোষ দানা বাঁধবে এবং সরকারের ভাবমূর্তিও এতে ক্ষুণ্ন হবে।

এ দেশের বিভিন্ন মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নানা অব্যবস্থার শিকার। সংবাদপত্রের পাতা ওল্টালে এ ব্যাপারে এমন অবিশ্বাস্য সব খবর পাঠকের চোখে পড়ে, যাকে সুষ্ঠু শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল বলে কিছুতেই মনে করা চলে না। যে সব খবর পত্রিকায় আসে না, তার সংখ্যাও নেহাত অল্প নয়। স্কুলের মাঠে বাজার বসানো বা সীমানা-প্রাচীর ভেঙে বাস টার্মিনাল গড়ে তোলার ঘটনা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলাই যে বৃদ্ধি করবে, তাতে আর সন্দেহ কি! এ অপপ্রয়াস সফল হলে, শিক্ষার মর্যাদাই শুধু ভূলুণ্ঠিত হবে না; জনমনে অসন্তোষ দানা বাঁধবে এবং সরকারের ভাবমূর্তিও এতে ক্ষুণ্ন হবে।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার ঘটনাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এ কারণেই যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের নামে সরকারি বরাদ্দটি ঠিকই আছে; কিন্তু যাদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারের এ অর্থ ব্যয়, তাদেরকে যদি স্কুলগৃহের অভাবে অন্যত্র অবস্থিত এক মাদ্রাসায় গিয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হয়, তার চেয়ে বিড়ম্বনার আর কিইবা হতে পারে।

প্রশ্ন উঠবে সরকারি প্রাইমারি স্কুল, অথচ ঘর নেই কেন? এর জবাব রয়েছে প্রকাশিত সংবাদেই। ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ে ১৯৯৬ সালে সরকারি অনুদানে নিজস্ব নতুন ঘর ওঠে। কিন্তু গত বছরের বন্যায় ঘরটি ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়। অভিযোগ, ওই অবস্থায় স্কুল ঘরের টিন, কাঠ, জানালা, দরজা— সবই গায়েব হয়ে যায়। অগত্যা, পর পর দু'বার স্থান বদল করে অন্য জায়গায় ক্লাস করতে গিয়ে ছাত্রদের যেমন ঝামেলা হচ্ছে, অনুরূপ অসুবিধা দেখা দিয়েছে শিক্ষকদেরও। শোনা যায়, বিধ্বস্ত স্কুল ঘরের নির্মাণোপকরণ গ্রামেরই কিছু প্রভাবশালী লোকের বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও, ভয়ে কেউ সে কথা খুলে বলতে সাহস পাচ্ছে না! এ ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়েরের পরও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন— এ প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক।

দামুড়হুদায় জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে স্কুল কম্পাউন্ড ভেঙে বাস টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগও সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা আশা করবো, সরকার এ ব্যাপারে যথাযথ খোঁজ-খবর নেওয়ার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।